বণিক বার্তা

ইউএপির এগিয়ে চলার ২৫ বছর

ফিচার প্রতিবেদক

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৩

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

১৯৯৬ সালে মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের। মাত্র ২৫ বছরেই ইউএপি অর্জন করেছে শিক্ষার্থী-অভিভাবকের আস্থা। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটে স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির দৃষ্টিনন্দন স্থায়ী ক্যাম্পাস। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়টি বিভাগে প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। আটটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও ১০টি পোস্টগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। শিক্ষক আছেন ৩০৮ জন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত ২০ : ১।

স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ডিজাইন, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুল অব মেডিসিন ও স্কুল অব বিজনেস, স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, স্কুল অব ল’, এবং স্কুল অব সায়েন্স—
এ সাতটি অনুষদের অধীনে রয়েছে নয়টি সমৃদ্ধ বিভাগ। রয়েছে আর্কিটেকচার, বেসিক সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংলিশ, ল’ অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ও ফার্মেসি বিভাগ। রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামও। ইউনেস্কো মদনজিৎ সিং সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজের অধীনে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত দেশের শিক্ষার্থীরা পূর্ণ বৃত্তিতে ইউএপির আইন বিভাগে পড়ার সুযোগ পায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল, স্থাপত্য, ফার্মেসি এবং আইন ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত। সিমাগো ইনস্টিটিউশন র‍্যাংকিং ২০২২-
এ ইউএপি বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২ নম্বরে রয়েছে এবং বাংলাদেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮তম স্থান অধিকার করেছে। যার এশিয়া র‍্যাংকিং ৩৩৩ ও বিশ্ব র‍্যাংকিং ৭২৯। সপ্তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ‘স্থায়ী সনদ’ লাভসহ ইউজিসির ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুয়ারেন্স সেল (আইকিউএসি) থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম ‘ভেরি গুড’ সার্টিফিকেশন পাওয়া। ওয়েবমেট্রিকস র‍্যাংকিং ২০২১-
এ ইউএপি বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৯ নম্বরে রয়েছে এবং বাংলাদেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে ২৭তম স্থান অধিকার করেছে। যার বিশ্ব র‍্যাংকিং ৩৯৮৯।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী ৬ শতাংশ শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ দেয়ার কথা থাকলেও মোট শিক্ষার্থীর ১০-
১২ শতাংশ পর্যন্ত টিউশন ফি মুক্ত পড়াশোনার সুযোগ করে দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। সেমিস্টার ফলাফলের ওপর মেধাবী শিক্ষার্থীরা শতভাগ পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড় পায়, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বৃত্তি, ভিসি স্পেশাল ওয়েভার, দুর্গম ও অনুন্নত

এলাকার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিসহ এ রকম আট ধরনের বৃত্তি প্রদান করে ইউএপি। প্রতিষ্ঠানটি বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বেশি শিক্ষাবৃত্তি দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে নানা সুযোগ-সুবিধা। ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ক্যাম্পাসে রয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত মিলনায়তন, ৬০টির অধিক ক্লাসরুম, ৫২টির বেশি আধুনিক গবেষণাগার, নান্দনিক কেন্দ্রীয় পাঠাগার, মেডিকেল সার্ভিস, আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া, কাউন্সিলিং সেন্টার, ইনডোর গেমসরুমসহ সেন্ট্রাল ক্লাব রয়েছে ১৫টি।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কোলাবরেশনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামকরা কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপের আয়োজন করছে নিয়মিত। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক একটি স্মার্ট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠবে সেদিন আর বেশি দূর নয়।

https://bonikbarta.net/home/news_description/332402/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0?fbclid=IwAR0aa6OlapwbzMfS_6mbxgMt_soXhjiYxbDvvUn10kuyAZPfrCdRN5moEF4

দেশের অন্যতম প্রাচীন ফার্মেসি বিভাগ

ফিচার প্রতিবেদক

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৩

ফার্মেসি বিভাগের ল্যাবে শিক্ষার্থী ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

বর্তমানে পেশাভিত্তিক পড়াশোনার মধ্যে বিশ্বব্যাপী ফার্মেসির জনপ্রিয়তা শীর্ষে। এরই ধারাবাহিকতায় ফার্মেসি শিক্ষা, গবেষণা এবং পেশায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ১৯ ৯৬ সালে তার ফার্মেসি বিভাগটি চালু করে, যা দেশের তৃতীয় প্রাচীনতম ফার্মেসি বিভাগ। বর্তমানে বিভাগটিতে তিনটি ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে, যা ইউজিসি ও ফার্মেসি কাউন্সিল অব বাংলাদেশের স্বীকৃত ও অনুমোদিত। প্রোগ্রামগুলো হলো—
ব্যাচেলর অব ফার্মেসি, মাস্টার অব ফার্মেসি ইন ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি এবং মাস্টার অব ফার্মেসি ইন ক্লিনি ক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি।

বাংলাদেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইউএপি ফার্মেসি বিভাগই সর্বপ্রথম চার বছরের বি. ফার্ম (অনার্স) ডি গ্রি প্রোগ্রাম চালু করে। থিসিস এবং প্রজেক্ট উভয় গ্রুপ নিয়ে দেশে মাস্টার অব ফার্মেসি ইন ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনো লজি প্রোগ্রাম চালু করার ক্ষেত্রেও বিভাগটি প্রথম। এ পর্যন্ত বিভাগটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ ও মেধাবী ফার্মেসি গ্র্যা জুয়েট তৈরি করেছে যারা ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, উচ্চখ্যাতিসম্পন্ন একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ দেশে ও বি দেশে ফার্মেসির বিভিন্ন সেক্টরে নিযুক্ত আছেন। ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগটি সব সময়ই সম সাময়িক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে আসছে এবং পাশাপাশি উদ্ভাবনী ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণা, উচ্চতর ব্যবহারিক অ ভিজ্ঞতা এবং কৌশলগত সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পেশাদার, গবেষক ও একাডেমিক ফ্যাকাল্টি হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে পাঠদানের পাশাপাশি উদ্ভাবনী গবেষণায় সম্পৃক্ত করার জন্য ইউএপিতে রয়েছে অভিজ্ঞ শিক্ষ করা এবং সুসজ্জিত ও অত্যাধুনিক গবেষণাগার। এছাড়া শিক্ষার্থীদের আধুনিক ফার্মাসিউটিক্যাল প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচ য় করিয়ে দেয়ার জন্য পাঠদান এবং কারিকুলাম প্রণয়নে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে জড়িত বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্ত রয়েছেন। গবেষণায় নতুন মাত্রা যুক্ত করার জন্য ইউএপি ফার্মেসি বিভাগের রয়েছে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শি ক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ গবেষণা প্রকল্প। যেখান থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিভিন্ন স্বনামধন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ।

শিক্ষার্থীদের মেধার সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি বিভিন্ন কো-
কারিকুলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্লাব ছাড়াও ফার্মেসি বিভাগে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্লাবগুলো হলো—
ফার্মা সায়েন্স ক্লাব, ফার্মেসি ডিবেটিং অ্যান্ড কুইজ ক্লাব, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব, ফটোগ্রাফি ক্লাব এবং অন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ক্লাব। ক্লাবগুলোর নিয়মিত কার্যক্রমের ম ধ্যে রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, বন্যাদুর্গতদের খাবার স্যালাইন সরবরাহ, বিতর্ক এবং কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অ নুষ্ঠান, ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা, ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী এবং বার্ষিক বনভো জন আয়োজন করছে। ক্লাবগুলো ছাড়াও বিভাগে প্রতি বছর নিয়মিত পোস্টার উপস্থাপনা, ওয়াল ম্যাগাজিন প্রদর্শন এবং শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। ক্লাবগুলোয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-
উপদেষ্টাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন, তহবিল সংগ্রহ, জনসংযোগের মতো কাজে যুক্ত থাকে যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষ নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া প্রাক্তন এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য ফার্মেসি বিভাগে রয়েছে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (ইপসা)। প্রতি বছর অ্যা

লামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে বসে প্রাক্তন এবং বর্তমান শিক্ষার্থী দের মিলনমেলা। এভাবেই দেশের ফার্মেসি শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পকে সমৃদ্ধিশালী ও আন্তর্জাতিক মানের করার নিমিত্তে ইউএপি ফার্মেসি বিভাগ বদ্ধপরিকর।

https://bonikbarta.net/home/news_description/332398/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97?fbclid=IwAR0IZk7BNy5u-qHZHRaHDDpclBGNakLIFPrEESJBADoi99e6CduQPxxosqM

গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করেছি

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৩

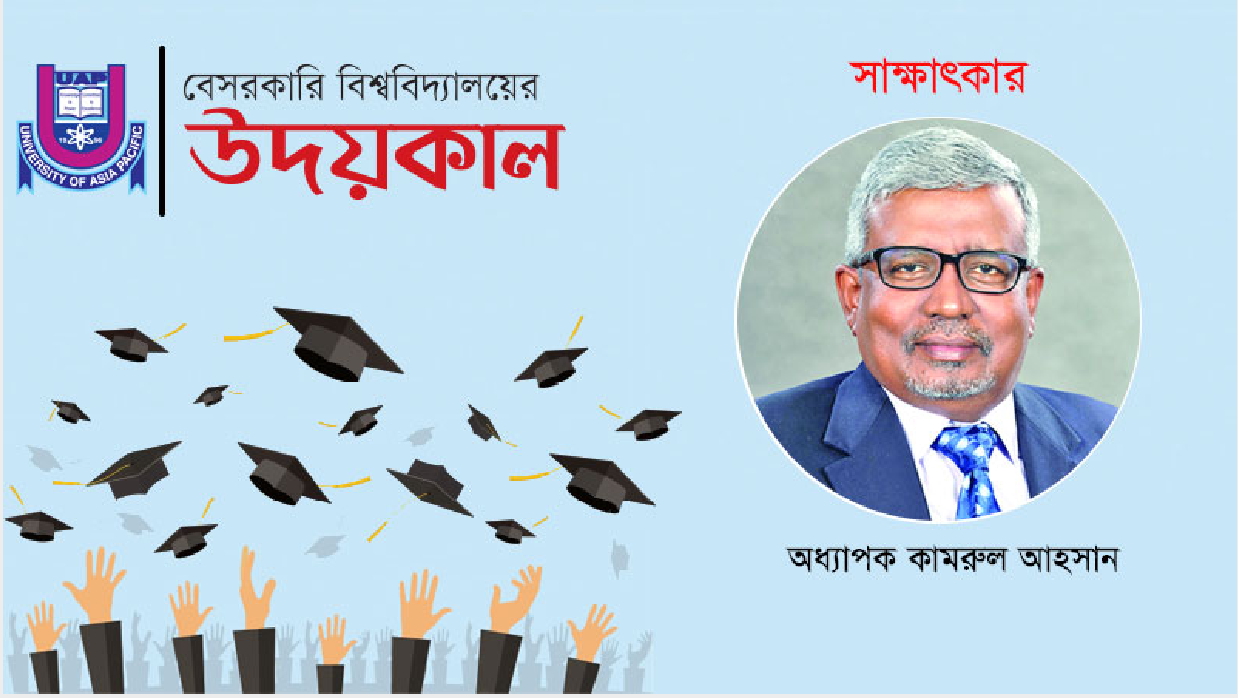

'কমিটেড টু এক্সিলেন্স' স্লোগান নিয়ে ১৯৯৬ সালে যাত্রা শুরু করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। একটি বিভাগ নিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিভাগ রয়েছে নয়টি। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেছেন উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণায় অনেক পদে ৩১ বছরেরও বেশি সময় কাজ করছেন

যে লক্ষ্য নিয়ে ইউএপি যাত্রা শুরু করেছিল তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে? এ অগ্রযাত্রায় কোন বিষয়গুলো মুখ্য ভূমিকা রেখেছে?

বিশ্ববিদ্যালয়টির বয়স ২৬ বছর পেরিয়েছে। শুরুটা একেবারেই ছোট্ট পরিসরে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ স্নাতক তৈরির প্রয়োজন ছিল তখন তা অপ্রতুল ছিল। উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীকে বিকল্প পদ্ধতিতে যেতে হতো। মূলত এ লক্ষ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তোলা হয়। পরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলি অনুসরণ করে মাত্র দুটো বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ দরকার। সে বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের বিভাগগুলো গড়ে উঠেছে। বর্তমানে নয়টি বিভাগের মধ্যে আটটি বিভাগ থেকে ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। যার মধ্যে আর্কিটেকচার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল, ফার্মেসি, বিজনেস, ল ও ইংরেজি অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতিতে আমরা সন্তুষ্ট। কিন্তু এ সন্তুষ্টির মাত্রা আরো বাড়াতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসর বাড়াতে চাই।

কর্মক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা কেমন?

আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের সুনাম দিন দিন বাড়ছেই। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুটি মেগা প্রজেক্ট হলো পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল। আমাদের শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ সেখানে নিয়োজিত আছে। যেহেতু তারা বিদেশীদের সঙ্গে কাজ করছে সে হিসেবে এটা বলা যায়, শিক্ষার্থীদের মান নিশ্চয়ই ভালো। তার পরও আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের কম্পিটিটিভ নেচার দিয়ে গড়ে তুলতে চাই। যেন প্রতিযোগিতায় তারা ভালো করে। উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রেও কাজ করছি। সম্প্রতি আমরা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে বসেছিলাম। তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ‘আপনারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন আপনাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়েছেন। আপনারা আমাদের থেকে কী চান?’ তারা বলেছেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি, আপনাদের এখানে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বিষয় যেমন কেয়ারিংটা ভালো। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ভালো হয়। পড়াশোনা বলতে শুধু তো পড়াশোনা না। বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে এখানকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা পায়।’ এভাবেই বিষয়গুলো আমরা দেখছি। এখনকার যুগে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তুলতে হবে দক্ষ করে। তার জন্য ক্যাম্পাসকেও স্মার্ট করে গড়ে তুলতে হবে। সেদিকেও আমাদের নজর আছে। আমাদের শিক্ষা নিয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের থেকেও ফিডব্যাক নেই। তারা ইতিবাচক ফিডব্যাক দিচ্ছে। তারা অনেক সময় পরামর্শ দিচ্ছে। কিছু সংযোজন বিয়োজন করতে বলছে। এভাবে প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের মানোন্নয়ন করে চলছি।

শিক্ষার্থীরা কেন উচ্চশিক্ষার জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেবে? স্কিল বেজড শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী সুযোগ-সুবিধা আছে?

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেবে কারণ আমরা কোয়ালিটি শিক্ষা নিশ্চিত করেছি। ইউজিসির আইকিউএসি নামে একটা সেল আছে। আমাদের বিভাগগুলোর মূল্যায়নে আমরা ভেরি গুড পেয়েছি। আবার আমাদের আটটি বিভাগের মধ্যে এরই মধ্যে তিনটি অ্যাক্রেডিটেশন পেয়েছে। এ অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। এ সনদ বলে দিচ্ছে আমরা যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছি। প্রতি ৪ বছর কারিকুলাম ইউজিসিতে জমা দিতে হচ্ছে। প্রতিবার একই কারিকুলাম জমা দেয়া যাবে না। নতুন যে কারিকুলাম সেটা জমা দিতে হবে। এজন্য প্রতিবার কারিকুলাম আপগ্রেড করতে হবে এবং সেটা যুগোপযোগী হতে হবে। আমরা ইংরেজিতে জোর দিচ্ছি। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করছি। এরই মধ্যে বেশকিছু সফটওয়্যার আমরা ডেভেলপ করছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পরীক্ষামূলকভাবে এ সফটওয়্যারগুলো কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে। আমরা সে বিষয়গুলো চালু করার চিন্তায় আছি। আমরা বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছি। প্রত্যেক বছর আমরা সামার স্কুল করি। সেখানে দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থীরা পড়ে। গত মাসে একটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা জানিয়েছে ১৫ জন জার্মান শিক্ষার্থী এসে আমাদের সঙ্গে ওয়ার্কশপ করবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানসম্মত করতে এ জায়গাগুলোয় জোর দিচ্ছি। আমরা বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে কোলাবরেশন করার চেষ্টা করছি। এতে করে আমাদের ছাত্ররা পড়াশোনার বাইরেও একটা নতুন স্বাদ পাচ্ছে। আরেকটা আছে এনআরবি (নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশ) গবেষক। এদের একটা অংশ আমাদের এখানে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেকচার দিয়ে যাচ্ছে। যা-ই হোক, এখনকার সময় এগুলোই দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

বিভাগগুলোর মধ্যে কোনগুলোর চাহিদা বেশি?

আমরা বলি হাতের পাঁচ আঙুল সমান না। কিন্তু সবগুলোরই প্রয়োজন আছে। ইউজিসি থেকে আমাদের সবগুলো প্রোগ্রামকেই ভেরি গুড বলেছে। এটা পড়াশোনার ধরন অনুযায়ী ইউজিসি এ মূল্যায়ন দিয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের ফার্মেসি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, বিবিএ, সিএসই, ইংরেজি বেশ কয়েকটি এরই মধ্যে ভালো করেছে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে আছে। প্রথম সারিতে আছে আমাদের চারটি বিভাগ। আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের প্রত্যেকটা বিভাগের মাস্টার্স প্রোগ্রাম আছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় বরাদ্দ ও বৃত্তি ব্যবস্থা কেমন?

আমাদের মোট বাজেটের ২-৩% গবেষণায় ব্যবহার করি। রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেল খোলা হয়েছে। গবেষণার মান বাড়াতে গত বছর আইসিপিসি করেছি। এর উদ্দেশ্য প্রোগ্রামারদের উৎসাহিত করা। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি ডিভিশনের সহায়তায় আয়োজিত এ প্রোগ্রামে ৭০টি দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীরা এসেছিল। ১৩২টি টিমের সবাই কোনো না কোনো সমস্যা সমাধান করে দেখিয়েছে। এটা দেখে আইসিপিসি থেকে গবেষণার জন্য একটা ফান্ড দিয়েছে, যা প্রায় ৫০ হাজার ডলার। এছাড়া আমরা গবেষণার জন্য বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ প্রোগ্রাম করেছি। যেখানে রিসার্চ ফান্ড পেয়েছি। আর নতুন একটা বিষয় হলো আমরা এখন অনেকগুলো ম্যাচিং ফান্ডের ব্যবস্থা করেছি। এটা হলো কোনো শিক্ষার্থীকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫% দিল; আমরা দিলাম ২৫%। এভাবে কিন্তু শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী, ৬% ফুল স্কলারশিপ দিতে হবে। এর মধ্যে ৩% মুক্তিযোদ্ধা কোটা এবং বাকি ৩% দরিদ্র কোটায়। কিন্তু আমরা ১০% দিচ্ছি।

এ বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে কী কী পরিকল্পনা রয়েছে?

আমাদের দুটি পরিকল্পনা রয়েছে। একটি শর্টটার্ম আরেকটি লংটার্ম। শর্টটার্ম বলতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ থেকে ১০ বছর পর কোথায় নিয়ে যেতে হবে। সেটার অংশ হিসেবে আমরা ডিমান্ড বেইজড বিভাগ খোলার কথা ভাবছি। লাইব্রেরিকে রিসোর্সফুল করতে চাচ্ছি। আরেকটা বিষয়ে নজর দিচ্ছি, ছাত্রদের লিখতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ছাত্ররা বিভিন্ন উৎস থেকে লেখা কপি করে দিচ্ছে। সেটা যেন না পারে সে জন্য আমরা ব্যয়বহুল টার্নিটিন সফটওয়্যার কিনেছি। যেন একটা লেখা জমা দেয়ার আগেই একজন শিক্ষার্থী লেখাটি সংশোধন করে নিতে পারে। তৃতীয় আরেকটি বিষয় হলো আমরা গবেষণা ও গবেষণাগার উন্নয়নের ওপর নজর দিচ্ছি। আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব আছে আমাদের। এগুলোই আমাদের প্রাইম ফোকাস। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেস বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে কী কী চ্যালেঞ্জ আছে বলে আপনি মনে করেন?

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো টেকসই না হওয়া। একটা ব্যবস্থা নিলে তা বেশিদিন টেকে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারলে একটু আর্থিকভাবে সাশ্রয় হয়। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা ব্যয়বহুল। তাই শিক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হয়। আরেকটা বিষয় হলো শিক্ষার গুণগত মান। ছাত্ররা এখন অনেক স্মার্ট। তাই তারা বাইরে যেতে চায়। এক্ষেত্রে গুণগত মানসম্মত শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা বিদেশে চলে যাচ্ছে। মূলত সারা বিশ্বেই বিদেশী শিক্ষার্থী বাড়ানোয় জোর দিচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষার মান বাড়ানোর বিকল্প নেই।

https://bonikbarta.net/home/news_description/332399/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF?fbclid=IwAR2QNdUtV5TQw6viMTDlZjya1Ti-TM6aq71U--7bm8lQ_6ztujrqdVw8kIs

‘আইসিপিসি জামিলুর রেজা চৌধুরী বৃত্তি’ পাবেন ইউএপির শিক্ষার্থীরা

ফিচার প্রতিবেদক

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৩

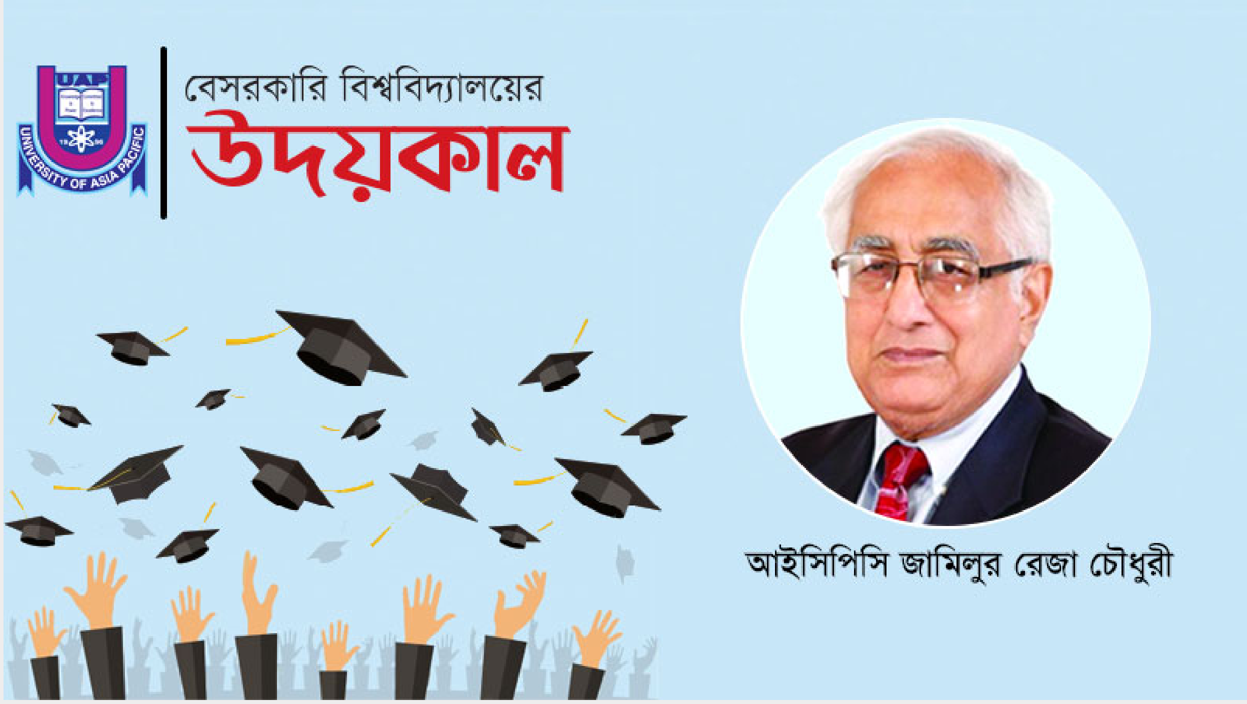

২০২২ সালের ৬-১১ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) ৪৫তম আসর। মর্যাদাপূর্ণ এ আসরের হোস্ট ইউনিভার্সিটি হিসেবে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) আসরটি আয়োজন করে। যার সহযোগিতায় ছিল আইসিটি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। বিশ্বব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ আসরের চূড়ান্ত পর্ব সফলভাবে আয়োজনের স্বীকৃতিস্বরূপ আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আইসিপিসির সভাপতি ড. উইলিয়াম বি পাউচার ‘আইসিপিসি জামিলুর রেজা চৌধুরী বৃত্তি’ অনুমোদন করে, যার অর্থমূল্য ৫০ হাজার ইউএস ডলার। সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ২০৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের যেসব শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে অংশগ্রহণ করবে, ইউএপির প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সম্মানে তাদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যয়ভা

র বহনের জন্য বৃত্তিটি প্রদান করা হবে। প্রাপ্ত বৃত্তির পূর্ণ তহবিল ইউএপি বাংলাদেশের আইন ও অধ্যাদেশ অনুযায়ী প
রিচালনা করবে।

https://bonikbarta.net/home/news_description/332401/%E2%80%98%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%B0-?fbclid=IwAR0vXqcL1Xu4mT3-qxku_k5Egjqo-Wl1vTZUwfNZ0OGe9hB3wCopqyhKurA